দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৮/৬/৮১

কলাম

শহরে লোক বাড়ছে

বৃহত্তর ঢাকার লোকসংখ্যা ৩৪ লাখ

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের শহরগুলোতে দ্রুত লোক বাড়ছে। সাত বছর আগে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিলো ১৮ লাখের নীচে। এখন ৮১ সালে রাজধানীতে সাড়ে ৩৪ লাখেরও বেশী লোক বাস করছেন।

পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দিন মাহতাব গতকাল সাংবাদিকদের জানান

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

যে ৭৪ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ জন শহরে বাস করতেন। এখন শতকরা ১৬ জন শহরে বাস করছেন। শহরে লোক বাড়ার এ হার উদ্বেগজনক।

শহরগুলোয় লোকের চাপ কমানোর জন্যে মন্ত্রী সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেন যে থানা পর্যায়ে অকৃষি ভিত্তিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। এতে গ্রাম থেকে লোকের শহরে ছুটে আসার প্রবণতা কমতে পারে। তা সত্ত্বেও আগামী দশ বছরের শেষে শহরে লোক বৃদ্ধির হার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগে পৌঁছুতে পারে।

তবে মন্ত্রী জানান যে এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শহরগুলোয় লোক বাড়ার চাপ এখনো কম। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো কৃষিভিত্তিক।

আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্টে দেশের সকল শহর-উপশহরের লোকসংখ্যার রিপোর্ট নেই। এ পর্যন্ত ৩৯টি পৌরসভা শহরের হিসেব পাওয়া গেছে। প্রাথমিক হিসেবে এ শহরগুলোয় লোকসংখ্যা হচ্ছে ৯২ লাখ ৬৭ হাজার নশ জন।

চূড়ান্ত রিপোর্টের পর শহরবাসীর সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দীন মাহতাব সাংবাদিকদের আভাষ দেন। ঐ রিপোর্টে ৪৫টি উপশহরের জনসংখ্যাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

এছাড়া অকৃষি উন্নয়নের অবকাঠামো গড়ে উঠেছে এমন ৪৫০টি এলাকাও (প্রধানত থানা সদর) আরবান বা শহরাঞ্চল হিসেবে বিবেচনায় আনা হতে পারে চূড়ান্ত রিপোর্টে।

বড় শহরের লোক সংখ্যা

রাজধানী অর্থাৎ বৃহত্তর ঢাকায় এবারের শুমারী মোতাবেক লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৪ লাখ ৫৮ হাজার ৬০২ জন। এর মধ্যে ৭৩ হাজার ৭৮৮ জন ভাসমান লোক। ঢাকার খানা বা পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ৫ লাখ ৭৮ হাজার ১৬৪টি। ৭৪ সালে বৃহত্তর ঢাকার লোকসংখ্যা ছিলো ১৭ লাখ ৭৩ হাজার ৯৬৭ জন।

বৃহত্তর ঢাকায় যে অঞ্চলগুলো নেয়া হয়েছে তাহলো—নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, মীরপুর, গুলশান ও টঙ্গী পৌরসভা, ডেমরা ও গুলশান থানা, বন্দর, ফতুল্লা, কেরাণীগঞ্জ ও সাভার থানার অংশ বিশেষ এবং সমগ্র ক্যান্টনমেন্ট এলাকা।

বন্দর ও ফতুল্লার অংশ বাদে শহর নারায়ণগঞ্জের জনসংখ্যা—এক লাখ ৯৬ হাজার ১৩৮। টঙ্গী পৌরসভার জনসংখ্যা—৯৪ হাজার ১৫৪। মীরপুর পৌরসভার জনসংখ্যা—তিন লাখ ৪৭ হাজার ৪১৬। গুলশান পৌরসভার জনসংখ্যা—দুই লাখ ১৫ হাজার ৩২৯।

চট্টগ্রাম ও খুলনার জনসংখ্যা—

২৪ হাজার ৮৮৩ জন ভাসমান লোকসহ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার লোক সংখ্যা হচ্ছে ১৩ লাখ ৮৮ হাজার ৪৭৫। এলাকার মধ্যে রয়েছে সমগ্র কোতোয়ালী, পাঁচলাইশ, বন্দর, ডবলমুরিং, পাহাড়তলী ও সীতাকুন্ড থানা এবং হাটহাজারী থানার অংশ বিশেষ।

৮ হাজার ১৭৫ জন ভাসমান লোকসহ খুলনা মেট্রোপলিটনের লোকসংখ্যা ৬ লাখ ২৩ হাজার ১৮৪। খুলনা পৌরসভা ও তৎসংলগ্ন এলাকা এবং দৌলতপুর থানার আরবান এলাকা খুলনা মেট্রোপলিটনের অন্তর্ভুক্ত।

রাজশাহী ও অন্যান্য বড় শহর

দুই হাজার ১ শত ১৭ জন ভাসমান লোকসহ রাজশাহী মেট্রোপলিটন-এর লোক সংখ্যা হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার ছয় শত। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ বোয়ালিয়া থানার সম্পূর্ণ এলাকা এবং পবা থানার অংশবিশেষ এ এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

৪টি মেট্রোপলিটন এলাকা বাদে অন্যান্য জেলা হেড কোয়ার্টারের মধ্যে সিলেট শহরের লোক সংখ্যা বেশী—১ লাখ ৬৬ হাজার ৮৪৭। তারপর বরিশাল—জনসংখ্যা ১ লাখ ৫৯ হাজার ২৯৮ ও রংপুর—জনসংখ্যা: এক লাখ ৫৫ হাজার ৯৬৪। জেলা হেড কোয়ার্টারের মধ্যে লোক সংখ্যা সবচেয়ে কম রাঙ্গামাটিতে—৩৬ হাজার ৪৯০।

জেলা সদর বাদে প্রথম তিনটি বৃহত্তম শহর হচ্ছে—সৈয়দপুর: এক লাখ ২৮ হাজার ৮৫ জন, সিরাজগঞ্জ: এক লাখ ৪ হাজার ৫২২ জন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া: ৮৮ হাজার ৬৩৫ জন। কুষ্টিয়া জেলার মহেশপুর পৌরসভা শহরের লোক সংখ্যা সবচেয়ে কম—নয় হাজার ৫১৯ জন।